কোভিড-১৯ ও বাংলাদেশে আইনী ক্ষমতায়ন ভিত্তিক অনলাইন আলোচনা

সূচনাঃ গত ১৪ ই মে ২০২০, সেন্টার ফর পিস এ্যান্ড জাস্টিস (সিপিজে), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, একটি অনলাইন কথোপকথনের আয়োজন করেছিল। এই কথোপকথনের শিরনাম ছিল "কোভিড-১৯ এবং বাংলাদেশে আইনী ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা"। এই আলোচনা বা কথোপকথনের মূল বিষয় ছিল, বাংলাদেশের অধিকার ভিত্তিক সংস্থা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কিভাবে এই 'প্যান্ডেমিক' বা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের মাঝে নিজেদের মানিয়ে চলছেন। এর পাশাপাশি ব্যতিক্রমধর্মী এই দুর্যোগের সময়ে আসা বাধাগুলো আমরা কিভাবে মোকাবিলা করছি এবং আগামী দিনের কার্যক্রম ও সংগঠনের সম্ভাবনাগুলোকে কিভাবে আরো বাড়িয়ে তুলবো।

বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলঃ

১। বাংলাদেশে এই প্যান্ডেমিকের প্রারম্ভ থেকে এখন পর্যন্ত অধিকার ভিত্তিক কার্যক্রম চালাতে ও সুবিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত উদ্যোগে আপনার বা আপনার সংস্থার কি কি বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

২। এই পরিবর্তনগুলো মানিয়ে নিতে আপনার কাজের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন আনতে হয়েছে কিংবা কাজের ধরনগুলো কিভাবে পাল্টেছেন?

৩। উপরোক্ত সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতে আপনারা কি কি পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নিয়েছেন বা সম্ভাব্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণীয় বলে সুপারিশ করবেন?

৪। আপনার মতে, দীর্ঘমেয়াদী কি কি নিয়মতান্ত্রিক ও আইনী জটিলতা সুবিচারের পথকে রুদ্ধ করতে পারে ও আইনী ক্ষমতায়নের ও সহায়তার পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে (বিশেষ করে SDG-16 এর প্রেক্ষিতে)? বিষয়টির সফল সমাধান আমরা কিভাবে করবো?

৫। নতুন কোন উদ্যোগ যা আমরা জেনেছি, গ্রহন করেছি এবং ফলাফল পেয়েছি, তা যদি সকলের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে চাই?

সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিসের পক্ষথেকে ফস্টিনা পেরেরা এই আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন। শুরুতেই উনি সকলকে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও স্বাগত জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। সঞ্চালক Bangladesh Peace Observetory কতৃক সম্পন্ন করা জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এক নজরে Peace graphics সকলের সামনে (on webinar screen) তুলে ধরেন।

অতপর একে একে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। সকলের আলোচনা কে আমরা মুলত ২টি ভাগে/ধারায় এই প্রতিবেদনে তুলে ধরছি;

১। বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সমুহঃ

- প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়ানো, প্রযুক্তি নির্ভর এবং সরাসরি মানব সংযোগ বিচ্ছিন্নতা বর্তমানে একটি বিশাল চেলেঞ্জ
- কোভিড-১৯ এর কারনে উপস্থিত পরিস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে সকল এনজিওর কার্যক্রম প্রায় বন্ধ। বিশেষ করে অধিকার ভিত্তিক সকল কাজ বন্ধ রাখতে হচ্ছে।
- কোন কোন সংস্থা পোস্টার, লিফলেট ও টেলিফোনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কাজগুলো চালিয়ে যাচ্ছে।
- যৌন নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ সংক্রান্ত অভিযোগ আসছে কিন্তু বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হবার সুযোগ নাই।
- বিভিন্ন সূত্রের তথ্য বলছে যে গৃহ নির্যাতন বাড়ছে।
- নির্যাতিত নারীরা টেলিফোনে অভিযোগ জানাতে ভয় পাচ্ছে, আবার অনেকের নিজেদের ফোন নাই।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার সঠিক তথ্য পাওয়া, রিপোর্ট হওয়া এবং রিপোর্ট না হওয়ার সঠিক তথ্যের অভাব।
- অনেক ক্ষেত্রে নারীরা ভয়ে রিপোর্ট করছেন না, কারন যদি সমাধান না পাওয়া যায় তবে তাদের সমস্যা আরো বেড়ে যাবে।
- Shelter home/আশ্রয় কেন্দ্র গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সহিংসতার শিকার কাউকে আর নিচ্ছে না। কারন সেখানে করোনা পরীক্ষার এবং আইসোলেশনের কোন ব্যবস্থা নাই।
- গর্ভবতী নারীরা হাসপাতালের সেবা সঠিকভাবে পাচ্ছে না।
- যৌন কর্মীদের থেকে অনেক অভিযোগ আসছে। পতিতালয় ভিত্তিক স্কোয়াড দল গঠন করে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছিল যেন প্রাথমিক ভাবে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা কাজ করছেনা। ফলে তারা নিজেরা নিজেরা সহ্য করে নিচ্ছে।
- মানুষের অধিকার খর্ব হচ্ছে কিন্তু সেদিকে বেশী নজর দেওয়া যাচ্ছে না। কেননা পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় ভাবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বর্তমানে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা প্রদানে ব্যস্ত।
- কোর্ট বন্ধ, যদিও কিছু কিছু জরুরী বিষয় দেখা হচ্ছিলো, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কোর্টের সার্বিক সেবা পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে।
- জেলা আদালত ও DLAC এর কার্যক্রম বর্তমানে নেই বললেই চলে।
- আইনজীবীরা বলছেন ভার্চুয়াল কোর্ট বসলেও উনারা অনেকেই এর সুবিধা পাচ্ছেন না। কারন এটার জন্য প্রশিক্ষন দরকার ও ভালো ইন্টারনেট সংযোগ দরকার। যার অনেক অভাব রয়েছে বর্তমান অবস্থায়।
- ভার্চুয়াল কোর্টের কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা দেখা যাচ্ছে যেমন, আইনজীবীদের টাইপের জন্য কেরানীর শরণাপন্ন হতে হচ্ছে, ওকালতনামার জন্য বার এসোসিয়াশনের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে, অভিযোগকারীর স্বাক্ষর দেবার সুযোগ নাই এবং সর্বোপরি মফস্বলের ইন্টারনেট নেটওয়ার্কও ভালো না।
- স্থানীয় ভাবে ডিসি, ইউএনও, বিশেষ করে জেলা পর্যায়ে নারী সেবা কেন্দ্রিক সরকারি শাখা গুলো (সমাজ কল্যান, নারী ও শিশু বিষয়ক ইত্যাদি) এ বিষয়ে কোন ভুমিকা নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছেনা। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভাবে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কিনা সেটা জানা দরকার।
- রাষ্ট্রিয় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সরকার কিছু কারাবন্দীদের মুক্ত/ছেড়ে দিবেন বলেছেন। কিন্তু এরা হচ্ছেন সাজাপ্রাপ্ত বন্দী। অথচ বাংলাদেশের কারাগারে ৭০% হচ্ছে বিচারাধীন বন্দী। দেশের কারাগারের ধারন ক্ষমতার তুলনায়

কারাবন্দীদের সংখ্যা কয়েক গুন বেশী। বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ব্যপারে সরকারের সাথে পলিসি লেভেলে কাজ চলছে।

২। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও এগিয়ে চলার নতুন সম্ভাবনাঃ

- মূলত সকল কার্যক্রম টেলিফোনের মাধ্যমেই চলছে।
- বিভিন্ন অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে ধাতস্থ হয়ে সকল সংস্থা মাঠের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
- বিভিন্ন সংস্থার অধিকার ভিত্তিক কাজের মেন্ডেট থাকা সত্যেও বর্তমান পরিস্থিতির প্রয়োজনে খাদ্য সেবার কাজে নিয়জিত হয়েছে ।
- আশা করা যাচ্ছে অনেকেই লকডাউন শিথিল হলে আয় উপার্জন মূলক কাজের জন্য সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদান কাজ শুরু করবেন।
- কোন কোন জায়গায় বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে পুলিশের সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে এবং ৯৯৯ ফোন করেও পুলিশের সহায়তা পাওয়া গেছে।
- টেলিফোনের মাধ্যমে কাউন্সেলিং এর কাজ চলছে এবং নিষ্পত্তি হওয়া ঘটনাগুলোর মনিটরিং এর কাজ চলছে।
- মাঠ কর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করছে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের তালিকা তৈরি করতে।
- বর্তমান পরিস্থিতির শুরুর দিকেই ৫৬ টি জেলার ডি সি ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চিঠি দেওয়া হয়েছে যে, সরকারি সুযোগ সুবিধা দালিত কমিউনিটির জনগণ যেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পায়। এর ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে যদিও প্রয়োজনের তুলনায় কম। এখানেও নিয়মিত আডভোকেসি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
- দাতাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে অর্থ সংগ্রহের জন্য, এছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়েও তহবিল সংগ্রহের কাজ চলছে।
- ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধিতির প্রয়োজন।
- সরকারের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মাননীয় IGP র কাছে আবেদন করা হয়েছে যে, অনলাইন GD ও FIR গ্রহন করে তদন্ত পরিচালনা করার জন্য।
- সাথে সাথে বিভিন্ন সংগঠনকে সহযোগিতা করা হচ্ছে কিভাবে অনলাইনে GD ফর্ম পূরন করতে হয়।
- ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট খোলা আছে, সেখানে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নতুন পদ্ধিতিতে কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করছে।
- শোনা যাচ্ছে কিছু কিছু থানায় মৌখিক ভাবে কেইস/মামলা রেকর্ড করা হচ্ছে। ধর্ষণ ও খুনের মামলা মৌখিক ভাবে শুনে রেকর্ড করা হয়েছে।
- টেলিফোনে কোভিড-১৯ এর বিষয়ে সচেতনতা তৈরি, আইনী সচেতনতা ও আইনী সেবা প্রদানের কাজ চলছে।
- টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে ADR করে সফলতা পাওয়া গেছে। একটি সংস্থা লকডাউন পরিস্থিতিতে ADR এর মাধ্যমে মোট ৩১৪ টি বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে ও মোট ৫৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা করেছে।
- প্রত্যন্ত এলাকায় প্রভাবশালীদের কারনে পুলিশ সহিংসতার মামলা/রিপোর্ট নিতে গড়িমসি করলে সেক্ষেত্রে ভিকটিমকে ১০৯ এর সাথে লিংক করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে ঐ সকল থানার উপর মামলা নথিভুক্ত করার একটা চাপ সৃষ্টি হয়।
- জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমেও থানায় মামলা নথিভুক্ত করা যাচ্ছে কিছু কিছু জায়গায়।

- পরীক্ষামূলক ভাবে TORI (Team Opposing Rights Violation Incidence)/তরী ১৪ টি উপজেলায় গঠন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক এবং কিছু স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গঠিত তরী সহিংসতার শিকার নারীকে সমাজে রেখেই সুরক্ষা প্রদান করবে। সফল হলে তরী মডেল সাড়া দেশে স্কেল আপ করা হবে।
- মুক্তি প্রাপ্ত কারাবন্দিদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে জীবিকার জন্য।
- কোন কোন এলাকায় নারী মিডিয়েটরদের কাছে রিপোর্ট করছে এবং উনারা সকল স্বাস্থ্য বিধি মেনেই মধ্যস্থতা করে দিচ্ছে।
- যদি ইমেইলের মাধ্যমে GD ও FIR পাঠানো হয় তবে থানাকে বাধ্যতামূলক ভাবে নিতে হবে।
- জরুরী কোর্ট খোলা থাকে, সেটা হচ্ছে ফৌজদারি কোর্ট। এই কোর্ট জামিন দেয় না।
- মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নির্দেশক্রমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জামিনযোগ্য ও স্বল্প মেয়াদে সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের মুক্তি দেবার জন্য তালিকা সংগ্রহ করছেন।
- ভার্চুয়াল কোর্টের কারনে সকল প্রকার ভিডিও, অডিও, টেপ ও ফটোকপি মামলার স্বাক্ষ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে।
- সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করণে বিদ্যমান বিচারিক পদ্ধতি উন্নত করন এবং মামলা স্বল্প সময়ে নিষ্পত্তি করন।
- স্থানীয় বিরোধ সমাধানের জন্য স্থানীয় প্রক্রিয়া/পদ্ধতির উপর গুরুত্ত প্রদান ও এর দক্ষতা বৃদ্ধি।
- কোভিড পরবর্তী কোর্ট খোলার পর কেস লোডের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কথা চিন্তা করতে হবে। এক্ষেত্রে এনজিওরা কি কি সহযোগিতা করতে পারে বা প্রয়োজন হবে।
- আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী প্রধান পরিবারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদানের কথা ভেবে দেখা দরকার।
- করাইল ও ভাষানটেক বস্তির জনগন তাদের আশেপাশের জমিগুলোতে সব্জি চাষ করছে খাদ্য ও জীবিকার জন্য। সেক্ষেত্রে কোন সুব্যবস্থা করা যায় কিনা যাতে তারা এই জমিগুলো ব্যবহার করতে পারে খাদ্য ও জীবিকার জন্য।
- NLASO সহায়তায় একজন কারাবন্দীর মুক্তির আদেশ সিরাজগঞ্জ থেকে ময়মনসংহে ইমেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে মাত্র ৬ ঘন্টায় তাকে জামিনে মুক্ত করা হয়েছে।
- শুধু জামিন ও মুক্তি নয়, মামলা ব্যবস্থপনার বিষয়টিকেও বিচার ব্যবস্থা ও সরকারকে ভিন্ন ভাবে ভাবতে হবে। কারন মামলার সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে ও বিচার প্রার্থীদের ভোগান্তিও বাড়বে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের কাজ মাঠ পর্যায়ে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে করতে হবে।
- যৌন কর্মীদের জীবন- জীবিকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে প্রেসের সাথে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে।
- অনলাইনে সমস্যা সমাধানের জন্য কমিউনিটির জনগণকে ফেইসবুক ও অনলাইন ভিত্তিক যোগাযোগে অভ্যস্ত করণে প্রচারণা চলছে।
- আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিস ট্রাস্ট এর হট লাইন সর্বদা খোলা আছে।
- লোকাল রিসোর্স/স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে দ্রুততার সাথে জনগনের কাছে পৌছানো।

- স্থানীয় পুলিশ প্রসাশন ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় গাজীপুরে পাচার হওয়া থেকে একজন নারীকে রক্ষা করে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
- স্থানীয় ভাবে যেখানে নেটওয়ার্ক শক্তিশালী সেখানে তারা সক্রিয়ভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারছে।
- ঘরে এবং ঘরের বাহিরে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলো এডভোকেসির মাধ্যমে স্থানীয় পুলিস প্রশাসন, স্বরাট্র মন্ত্রনালয় ও প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিনিয়ত জানানো হচ্ছে।
- অর্থনীতিবিদের সাথে জেন্ডার বাজেট নিয়ে মিটিং হয়েছে। এই মিটিং এ কোভিড-১৯ পরিস্তিতিতে জেন্ডার বাজেটের কোথায় কোথায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার এ একজন ভিকটিমকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী রাখার ও যদি সে কোভিড আক্রান্ত হয় তার চিকিৎসা করার ব্যবস্থার জন্য এডভোকেসি করা হচ্ছে। আর সব কিছুই হচ্ছে অনলাইন প্রযুক্তির মাধ্যমে।
- ভবিষ্যৎ কর্মসূচিতে সকল অধিকার ভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির কার্যক্রম হাতে নেয়া ও মাঠ পর্যায়ে কাজের মনিটরিং করা। সেজন্য নেটওয়ার্ক ও এই মিটিং নিয়মিত ভাবে করলে আমরা সকলে পথ খুঁজে পাবো।
- বর্তমান পরিস্তিতি মোকাবেলায় বিভিন্ন সংগঠন যে ধরনের কৌশল ব্যবহার করছে তার সমন্বয় করা। এর জন্য আজকের এই প্ল্যাটফর্মটি একটি আদর্শ জায়গা এবং এই আলোচনা নিয়মিত আয়োজনের অনুরোধ রইলো।

আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়লো। বর্তমান পরিস্থিতি হয়তো সম্পূর্ণ ভাবে যাবে না, কোন না কোন রুপে থেকে যাবে। এই পরিস্থিতিতে কিভাবে আমরা খাপ খাইয়ে এগিয়ে যেতে পারবো সেটা চিন্তা করেই আজকের আলোচনার আয়োজন। এই অবস্থা যে হবে তা আমাদের আগে জানা ছিল না। আগামীতে পট পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরাও কি পরিবর্তন করবো, কি পদ্ধতি ব্যবহার করবো, কি ভাষা আত্মস্থ করবো, এমন কি SDG-16 এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও আমাদের নতুন কি চিন্তা করতে হবে? সুতরাং আইনী ক্ষমতায়ন ও টেকসই উন্নয়ন, এদুটোকে একত্রিত ভাবে আন্তঃসংযোগের মাধ্যমেই করতে হবে।

CPJ এর মাধ্যমে আজকের আলোচনা মূল বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে সকলের কাছে পাঠান হবে।

অতঃপর সঞ্চালক আলোচকবৃন্দের ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনের সমাপ্তি করেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আলোচকবৃন্দঃ

ক্রমিক নাম্বার	নাম	সংস্থা
১।	রীনা রায়	মানুষের জন্য ফাইন্ডেশন
২।	জাকির হোসেন	নাগরিক উদ্যোগ
৩।	সাহারিয়ার সাদাত	ব্র্যাক, এইচ আর এল আস
৪।	নাদিরা পারভীন	নাগরিক উদ্যোগ
৫।	জেড আই খান পান্না	এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
৬।	খান মোহাম্মদ শহিদ	মাদারীপুর লিগ্যল এইড এ্যাসোসিয়েশন
৭।	ইফাদুল হক	

৮।	সৈয়দ জিয়াউল হাসান	জি আই জেড
৯।	তাহেরা ইয়াসমিন	জি আই জেড
১০।	হারুন অর রশিদ	লাইট হাউজ
১১।	জয়শ্রী সরকার	ব্র্যাক, এইচ আর এল আস
১২।	সীমা মোসলেম	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ